আল-ফিকহুল আকবার

ইমাম আবূ হানীফা
রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ
আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

بسم الله الرحمن الرحيم

أَصْلُ التَّوْحيدِ وَمَايَصِحُّ الاعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أنْ يَّقُوْلَ آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وَالقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالى.

তাওহীদের মূল এবং যে আকীদার ওপর ঈমান সহীহ হয় তা হলো— একজন মুসলমানের উচিত এ কথা বলা:

"আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাকদীর — ভাল ও মন্দ উভয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে — এসব বিষয়ে ঈমান আনলাম।"

الحِسَابُ وَالْمِيْزَانُ وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ كُلُّه.

হিসাব, মীযান (আমল পরিমাপক মানদণ্ড), জান্নাত ও জাহান্নাম — এ সবই সত্য।

وَاللهُ تَعَالى وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيْقِ العَدَدِ، وَلكِنْ مِنْ طَرِيْقِ أنَّه لَاشَرِيْكَ لَه،

আর আল্লাহ তাআলা এক — সংখ্যা হিসাবে নয়, বরং এভাবে যে তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.﴾

বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

لَا يَشْبَه شَيْئًا مِنَ الأشْيَاءِ مِنْ خَلْقِه، وَلَا يَشْبَهُه شَيْئٌ مِنْ خَلْقِه.

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِه وَصِفَاتِه الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ.

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, এবং তাঁর কোনো সৃষ্টিও তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সবসময় থেকেই ছিলেন এবং সবসময় থাকবেন — তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলিসহ, হোক তা সত্তাগত বা কার্যগত।

أَمَّا الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ.

আর সত্তাগত গুণাবলি হলো: জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, বাকশক্তি, শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি।

وَأَمَّا الفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصُّنْعُ وَ غَيْرُ ذلِكَ مِنْ صِفَاتِ الفِعْلِ.

আর কার্যগত গুণাবলি হলো: সৃষ্টি করা, রিজিক প্রদান করা, উদ্ভব ঘটানো, অনন্যভাবে সৃষ্টি করা, তৈরি করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মমূলক গুণাবলি।

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِه وَصِفَاتِه. لَمْ يَحْدُثْ لَه اسْمٌ وَلَاصِفَةٌ.

তিনি সবসময় থেকেই আছেন এবং সবসময় থাকবেন তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলিসহ। তাঁর জন্য কোনো নাম বা গুণ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়নি।

لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِه وَالعِلْمُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،
وَقَادِرًا بِقُدْرَتِه وَالقُدْرَةُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،
وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِه وَالْكَلَامُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،
وَخَالِقًا بِتَخْلِيْقِه وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،
وَفَاعِلًا بِفِعْلِه وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ،
وَالْفَاعِلُ هُوَ اللهُ تَعَالى وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ.
وَالْمَفْعُوْلُ مَخْلُوْقٌ، وَفِعْلُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.
وَصِفَاتُه فِيْ الْأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلَا مَخْلُوْقَةٍ.

তিনি চিরকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত — আর জ্ঞান হল একটি চিরন্তন গুণ।
তিনি চিরকাল থেকেই তাঁর ক্ষমতা দ্বারা সক্ষম — আর ক্ষমতাও একটি চিরন্তন গুণ।
তিনি চিরকাল থেকেই তাঁর বাকশক্তি দ্বারা বাক্য প্রকাশকারী — আর বাকশক্তিও একটি চিরন্তন গুণ।

তিনি চিরকাল থেকেই তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা — আর সৃষ্টি করাও একটি চিরন্তন গুণ।
তিনি চিরকাল থেকেই তাঁর কার্য দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী — আর কর্ম করাও একটি চিরন্তন গুণ।
আর কর্মকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, এবং কর্ম করাও একটি চিরন্তন গুণ। কিন্তু যেটি সৃষ্টি হয়েছে (মাফ'উল), তা সৃষ্ট; আর আল্লাহ তাআলার কর্ম (ফি'ল) সৃষ্টি নয়।
তাঁর গুণাবলি চিরকাল থেকেই আছে — তা না নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে, না তা সৃষ্ট।

فَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ أَوْمُحْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالى.

অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে (আল্লাহর গুণাবলি) সৃষ্টি অথবা নতুনভাবে ঘটিত, অথবা সে এ বিষয়ে বিরত থাকে, কিংবা সন্দেহ করে — তবে সে আল্লাহ তাআলার প্রতি কাফির (অবিশ্বাসী)।

وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالى فِيْ المَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَفِيْ القُلُوْبِ مَحْفُوْظٌ، وَعَلى الْأَلْسُنِ مَقْرُوْءٌ، وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنَزَّلٌ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ، وَكِتَابَتُنَا لَه مَخْلُوْقَةٌ، وَالقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

কুরআন হলো আল্লাহ তাআলার বাণী— যা মুসহাফসমূহে লেখা আছে, অন্তরে সংরক্ষিত, জিহ্বায় পাঠ করা হয়, এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। আমাদের কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্টি, আমাদের লেখা সৃষ্টি, কিন্তু কুরআন নিজে সৃষ্টি নয়।

وَمَا ذَكَرَاللهُ تَعَالى فِيْ القُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوْسَى وَغَيْرِه مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّه كَلَامُ اللهِ تَعَالى إِخْبَارًا عَنْهُمْ، وَكَلَامُ اللهِ تَعَالى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، وَكَلَامُ مُوْسَى وَغَيْرِه مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ مَخْلُوْقٌ.

আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করেছেন — যেমন মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এবং অন্যান্য নবীদের (আলাইহিমুস সালাম), ফিরআউন ও ইবলীস সম্পর্কে — এই সবই আল্লাহ তাআলার বাণী, যা তিনি

তাঁদের সম্পর্কে তথ্য হিসেবে বলেছেন। আর আল্লাহ তাআলার বাণী সৃষ্টি নয়। কিন্তু মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীবের কথা — তা সৃষ্টি।

وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالى فَهُوَ قَدِيْمٌ لَا كَلَامُهُمْ.

কুরআন হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, অতএব এটি প্রাচীন (চিরন্তন), এটি তাঁদের (সৃষ্ট জীবদের) কথা নয়।

وَسَمِعَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللهِ تَعَالى، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا﴾.

মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলার বাণী শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا﴾

"আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।"

وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالى مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

আল্লাহ তাআলা তো পূর্ব থেকেই বাকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যদিও তখনও তিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেননি।

وَقَدْكَانَ اللهُ تَعَالى خَالِقًا فِيْ الْأَزَلِ، وَ﴿لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ﴾.

فَلَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى كَلَّمَه بِكَلَامِه الَّذِيْ هُوَ لَه صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

আল্লাহ তাআলা চিরকাল থেকেই সৃষ্টিকর্তা, আর তিনি বলেছেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই, আর তিনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।" অতএব, যখন আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি তাঁকে সেই বাণী দ্বারা সম্বোধন করলেন — যা চিরকাল থেকেই তাঁর একটি গুণ।

وَصِفَاتُه كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ.

يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا.

وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا.

وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا.

وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا.

وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا.

আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
তিনি জানেন, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের মতো নয়।
তিনি ক্ষমতাবান, কিন্তু আমাদের ক্ষমতার মতো নয়।
তিনি দেখেন, কিন্তু আমাদের দর্শনের মতো নয়।
তিনি শোনেন, কিন্তু আমাদের শ্রবণের মতো নয়।
তিনি কথা বলেন, কিন্তু আমাদের কথার মতো নয়।

وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوْفِ وَاللهُ تَعَالى يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوْفٍ.

وَالْحُرُوْفُ مَخْلُوْقَةٌ وَكَلَامُ اللهِ تَعَالى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

আমরা কথা বলি যন্ত্র (যেমন জিহ্বা, ঠোঁট) ও অক্ষরের মাধ্যমে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কথা বলেন বিনা যন্ত্র ও বিনা অক্ষর। অক্ষরসমূহ সৃষ্টি, আর আল্লাহ তাআলার বাণী সৃষ্টি নয়।

وَهُوَ شَيْئٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ.

وَمَعْنَى الشَّيْئِ إِثْبَاتُه بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ.

وَلَا حَدَّ لَه وَلَا ضِدَّ لَه وَلَا نِدَّ لَه وَلَا مِثْلَ لَه.

তিনি (আল্লাহ) একটি সত্তা, কিন্তু অন্য জিনিসের মতো নন। এখানে "সত্তা (شيء)" বলার অর্থ হলো — তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে, তবে তিনি দেহ,

পদার্থ বা গুণাবলি-সম্পন্ন নন। তাঁর কোনো সীমা নেই, কোনো বিপরীত নেই, কোনো সমকক্ষ নেই এবং কোনো সদৃশও নেই।

وَلَه يَدٌ وَ وَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالى فِيْ القُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الوَجْهِ وَاليَدِ وَالنَّفْسِ، فَهُوَ لَه صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ.

আল্লাহ তাআলার রয়েছে হাত, মুখমণ্ডল ও সত্তা (নফস) — যেমনটি আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুখ, হাত ও সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি তাঁর গুণাবলি, তবে কিভাবে (কেমন) — তা জানা বা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

وَلَا يُقَالُ إنَّ يَدَه قُدْرَتُه أَوْ نِعْمَتُه، لِأَنَّ فِيْهِ إبْطَالُ الصِّفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ القَدْرِ وَالِاعْتِزَالِ، وَلكِنْ يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ، وَغَضَبُه وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِه تَعَالى بِلَا كَيْفٍ.

এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর ‘হাত’ মানে তাঁর ‘ক্ষমতা’ বা ‘নিয়ামত’; কারণ এতে আল্লাহর একটি গুণাবলিকে অস্বীকার করা হয়, আর এটি কদরিয়া ও মু‘তাযিলা ফেরকার মতবাদ। বরং আল্লাহর ‘হাত’ হলো তাঁর একটি গুণ, তবে কেমন — তা নির্ধারিত নয় (بِلَا كَيْفٍ)। তেমনই, তাঁর ‘রাগ’ ও ‘সন্তুষ্টি’ — এই দুইটিও তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, তবে কেমন — তা অজানা। [1]

---

[1] এই ইবারত বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এখানে কিছু শাব্দিক তাহরীফের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন দয়াল নবীজির মাতাপিতার ব্যাপারে একটি বক্তব্য আল-ফিকহুল আকবারে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আমি আমার একটি কিতাব (العِبَارَةُ المُحَرَّفَةُ فِي الفِقْهِ الأَكْبَرِ عَنْ إِيْمَانِ وَالِدَيِ المُصْطَفَى ﷺ) এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মোদ্দাকথা হচ্ছে, তাবিল এবং তাফবিদ্ব দুটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। যখন যেখানে যা প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহর হাত, চেহারা, নুজুল, ইস্তিওয়া। ক্ষেত্র বিশেষে তাবিল ও তাফবিদ্ব উভয়টিই প্রযোজ্য। যেমন সুরা আর- রাহমানে ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ এখানে তাবিল ছাড়া কোনো উপায় নাই। ইস্তিওয়া’র ব্যাপারে তাফবিদ্বের প্রতি জমহুরের বক্তব্য পাওয়া যায়।

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ.

وَكَانَ اللهُ تَعَالَى عَالِمًا فِيْ الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا.

وَهُوَ الَّذِيْ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا.

আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন কোনো কিছু থেকে নয় (অর্থাৎ শূন্য থেকে)।

আর আল্লাহ তাআলা চিরকাল থেকেই সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বেই সেগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন।

তিনিই সবকিছুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছেন।

وَلَا يَكُوْنُ فِيْ الدُّنْيَا وَلَا فِيْ الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيْئَتِه وَعِلْمِه وَقَضَائِه وَقَدَرِه، وَكَتَبَه فِيْ اللَّوْحِ المَحْفُوْظِ وَلكِنْ كَتَبَه بِالوَصْفِ لَا بِالحُكْمِ.

দুনিয়া ও আখিরাতে কিছুই সংঘটিত হয় না আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও তাকদীর ব্যতীত। তিনি তা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, তবে এই লেখা বিচার-সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়, বর্ণনা ও বর্ণনামূলকভাবে।

وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالمَشِيْئَةُ صِفَاتُه فِيْ الْأَزَلِ بِلَا كَيْفٍ.

يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى المَعْدُوْمَ فِيْ حَالِ عَدَمِه مَعْدُوْمًا.

وَيَعْلَمُ أَنَّه كَيْفَ يَكُوْنُ إِذَا أَوْجَدَه.

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى المَوْجُوْدَ فِيْ حَالِ وُجُوْدِه مَوْجُوْدًا.

وَيَعْلَمُ كَيْفَ يَكُوْنُ فَنَاؤُه.

ফয়সালা (قضاء), তাকদীর (قدر) ও ইচ্ছা (مشيئة) — এই সবই আল্লাহ তাআলার চিরন্তন গুণাবলি, যেগুলোর কোনো কিভাবে (كيف) নেই।

আল্লাহ তাআলা অনুপস্থিত বস্তুকে তার অনুপস্থিতির অবস্থায় জানেন যে, সেটি অনুপস্থিত।

আর তিনি জানেন, যদি তিনি তা অস্তিত্বে আনেন, তাহলে তা কেমন হবে।

আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান বস্তুকেও তার অস্তিত্বের অবস্থায় জানেন যে, সেটি

বিদ্যমান।
আর তিনি জানেন, যখন সেটি বিলুপ্ত হবে, তখন তা কিভাবে বিলুপ্ত হবে।

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالى القَائِمَ فِيْ حَالِ قِيَامِه قَائِمًا، وَإِذَا قَعَدَ عَلِمَه قَاعِدًا فِيْ حَالِ قُعُوْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّتَغَيَّرَ عِلْمُه أَوْ يَحْدُثَ لَه عِلْمٌ وَلكِنَّ التَّغَيُّرَ وَالاخْتِلَافَ يَحْدُثُ فِيْ المَخْلُوْقِيْنَ.

আল্লাহ তাআলা দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে তার দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় দাঁড়ানো হিসেবেই জানেন, আর যখন সে বসে পড়ে, তখন তিনি তাকে বসা অবস্থায় জানেন — এ সবই এমনভাবে যে, আল্লাহর জ্ঞান কখনো পরিবর্তিত হয় না, আর তাঁর জন্য কোনো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয় না। বরং পরিবর্তন ও ভিন্নতা ঘটে কেবল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে।

خَلَقَ اللهُ تَعَالى الْخَلْقَ سَلِيْمًا مِنَ الكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ، ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِه وَإِنْكَارِه وَجُحُوْدِه الحَقَّ بِخُذْلَانِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِه وَإِقْرَارِه وَتَصْدِيْقِه بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَنُصْرَتِه لَه.

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে কুফর ও ঈমান থেকে মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন, আদেশ ও নিষেধ দিয়েছেন। এরপর যারাই কুফর করেছে, তারা তা করেছে তাদের কুফরী কার্যকলাপ, সত্য অস্বীকার এবং ইনকার করার মাধ্যমে — আর এটি হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের পরিত্যাগ করার কারণে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা তা এনেছে নিজেদের কাজ, স্বীকৃতি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে — এবং এটি হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি তাওফিক ও সাহায্য দানের মাধ্যমে।

أَخْرَجَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِه عَلى صُوَرِ الذَّرِّ فَجَعَلَهُمْ عُقَلَاءَ فَخَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الكُفْرِ، فَأَقَرُّوْا لَه بِالرُّبُوْبِيَّةِ، فَكَانَ ذلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا، فَهُمْ

يُوْلَدُوْنَ عَلى تِلْكَ الفِطْرَةِ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ.

আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে ক্ষুদ্র কণারূপে বের করেছেন, তাঁদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়েছেন, তারপর তাঁদেরকে সম্বোধন করে ঈমানের আদেশ দিয়েছেন এবং কুফর থেকে নিষেধ করেছেন। তারা তাঁর প্রভু (রব্ব) হওয়াকে স্বীকার করেছে, এবং তাদের এই স্বীকারোক্তিই ছিল ঈমান। তারা সেই স্বভাবগত ঈমানের ওপর জন্মগ্রহণ করে। যে কেউ এরপর কুফর করে, সে ওই স্বভাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। আর যে ঈমান এনেছে ও সত্য স্বীকার করেছে, সে সেই অবস্থানে অটল থেকেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে।

وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِه عَلَى الكُفْرِ، وَلَا عَلَى الْإِيْمَانِ، وَلَا خَلَقَهُمْ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، وَلكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا.

وَالْإِيْمَانُ وَالكُفْرُ فِعْلُ العِبَادِ.

আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো সৃষ্টি-জীবকে কুফর বা ঈমানের জন্য জবরদস্তি করেননি, তিনি কাউকে মুমিন বা কাফির হিসেবেও সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি তাদেরকে ব্যক্তি (মানবসত্তা) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর ঈমান ও কুফর — এগুলো বান্দাদের নিজস্ব কাজ।

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالى مَنْ يَكْفُرُ فِيْ حَالِ كُفْرِه كَافِرًا، فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذلِكَ عَلِمَه مُؤْمِنًا فِيْ حَالِ إِيْمَانِه، وَأَحَبَّه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّتَغَيَّرَ عِلْمُه وَصِفَتُه.

আল্লাহ তাআলা জানেন— যে ব্যক্তি কুফর করে, তিনি তাকে তার কুফরের অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। আর যদি সে পরে ঈমান আনে, তখন তিনি তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবেই জানেন এবং তাকে ভালোবাসেন— এ সবই এমনভাবে ঘটে যে, আল্লাহর জ্ঞান ও গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

وَجَمِيْعُ أَفْعَالِ العِبَادِ مِنَ الحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ كَسْبُهُمْ عَلى الحَقِيْقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُهَا، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيْئَتِه وَعِلْمِه وَقَضَائِه وَقَدَرِه.

আর বান্দাদের সব কাজ — চলাফেরা ও স্থির থাকা — বাস্তব অর্থেই তাদেরই উপার্জন (কর্ম), কিন্তু আল্লাহ তাআলাই এসবের স্রষ্টা। এগুলো সবই ঘটে আল্লাহর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী।

وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللهِ تَعَالى وَ بِمَحَبَّتِه وَ بِرِضَائِه وَعِلْمِه وَمَشِيْئَتِه وَقَضَائِه وَتَقْدِيْرِه.

সব ধরনের আনুগত্যপূর্ণ কাজ (ইবাদত ও ভাল কাজ) আল্লাহ তাআলার আদেশে, তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, এবং তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও তাকদীর অনুসারে ফরজ (বাধ্যতামূলক) হয়েছে।

وَالمعاصِي كُلُّهَا بِعِلْمِه وَقَضَائِه وَ تَقْدِيْرِه وَمَشِيْئَتِه، لَابِمَحَبَّتِه وَلَابِرِضَائِه وَلَابِأَمْرِه.

সব পাপ কাজই ঘটে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান, ফয়সালা, তাকদীর ও ইচ্ছার অধীনে, কিন্তু তা হয় না তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি বা আদেশ অনুযায়ী।

وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا،

সকল নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ছোট ও বড় গুনাহ, কুফর এবং নিকৃষ্ট কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তাঁদের থেকে কিছু ভ্রম হয়ে থাকতে পারে।

وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَبِيْبُه وَعَبْدُه وَرَسُوْلُه وَنَبِيُّه وَصَفِيُّه وَنَقِيُّه، وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ.

আর মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়, তাঁর বান্দা, রাসূল, নবী, মনোনীত ও পবিত্রজন। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি, এবং এক চোখের পলকের জন্যও

আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করেননি। তিনি কখনো ছোট বা বড় কোনো গুনাহও করেননি।

وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُوْ النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ المُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الحَقِّ نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيْعًا.

নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) পরে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর উসমান ইবনু আফফান যিনি 'যুন নূরাইন' (দ্ব্যুজ্যোতির অধিকারী) নামে পরিচিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর আলী ইবনু আবি তালিব আল-মুরতাদ্বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টি বর্ষণ করুন। তাঁরা ছিলেন ইবাদতকারী, সত্যে অটল, এবং সবসময় সত্যের সঙ্গে ছিলেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালোবাসি ও নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করি।

وَلَا نَذْ كُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

আমরা রাসূলুল্লাহর কোনো সাহাবীর কথা (মন্দ ভাবে) স্মরণ করি না তবে স্মরণ করি ভালোভাবেই। (তাঁদের মন্দ কোনো আলোচনা করি না)

وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَانُزِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الإِيْمَانِ ، وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ

আমরা কোনো মুসলিমকে তার কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলি না যদিও বা তা বড় গুনাহ হয়— যদি সে সেই গুনাহকে হালাল না মনে করে। আমরা তার কাছ থেকে 'ঈমানদার' নামটি কেড়ে নিই না, বরং তাকে প্রকৃত অর্থেই মুমিন বলি। এবং এটি বৈধ যে, কেউ হতে পারে একজন মুমিন ফাসিক (পাপকারী), কিন্তু কাফির নয়।

وَالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ سُنَّةٌ،

وَالتَّرَاوِيْحُ فِيْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ،

وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ.

চামড়ার মোজার ওপর মাসাহ করা সুন্নত।
রমযান মাসের রজনীগুলোতে তারাওয়ীহর সালাত সুন্নত।
এবং সৎ বা পাপী – যে কোনো মুমিনের পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ।

وَلَا نَقُوْلُ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَضُرُّه الذُّنُوْبُ، وَلَا نَقُوْلُ إِنَّه لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا نَقُوْلُ إِنَّه يُخَلَّدُ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَّخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا.

আমরা এ কথা বলি না যে, কোনো মুমিনের জন্য গুনাহ কোনো ক্ষতি করবে না। আমরা এটাও বলি না যে, সে কখনো জাহান্নামে যাবে না। তেমনি এটাও বলি না যে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে — যদিও সে ফাসিক (পাপকারী) হয় — যদি সে দুনিয়া থেকে মুমিন হিসেবে মৃত্যু বরণ করে।

وَلَانَقُوْلُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُوْلَةٌ، وَسَيِّئَاتُنَا مَغْفُوْرَةٌ، كَقَوْلِ المُرْجِئَةِ، وَلكِنْ نَقُوْلُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ العُيُوْبِ المُفْسِدَةِ وَالمَعَانِى المُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُضِيْعُهَا بَلْ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ يُثِيْبُه عَلَيْهَا.

আমরা এ কথাও বলি না যে, আমাদের নেক আমলগুলো নিশ্চিতভাবেই কবুল এবং আমাদের গুনাহগুলো অবশ্যই ক্ষমা করা হয়েছে — যেমন মুরজিয়াদের বক্তব্য। বরং আমরা বলি: যে ব্যক্তি এমন কোনো নেক আমল করে, যা সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে, যা সমস্ত নষ্টকারী ত্রুটি ও বাতিলকারী অর্থ থেকে মুক্ত, এবং সে সেই আমলকে কুফর বা রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ) দ্বারা নষ্ট করেনি, এবং মুমিন হিসেবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে — তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই আমল নষ্ট করেন না, বরং তা কবুল করেন এবং সে আমলের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেন।

وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّه فِيْ مَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالى، إِنْ شَاءَ عَذَّبَه بِالنَّارِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا.

আর যে গুনাহগুলো শিরক ও কুফরের নিচে (অর্থাৎ সেগুলোর চেয়ে হালকা), এবং যার কর্তা তা থেকে তাওবা না করে মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। যদি তিনি চান, তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেবেন, আর যদি চান, তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আদৌ আগুনের শাস্তি দেবেন না।

وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيْ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّه يُبْطِلُ أَجْرَه، وَكَذلِكَ العُجْبُ.

কোনো আমলে রিয়া (লোক দেখানো) যদি প্রবেশ করে, তাহলে তা সেই আমলের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। তেমনি অহংকার (আত্মপ্রশংসা বা আত্মতুষ্টিও) আমলের সওয়াব নষ্ট করে দেয়।

وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ.
وَالكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ.

নবীদের জন্য মু'জিজাসমূহ সত্য ও প্রতিষ্ঠিত।
আর অলীদের জন্য কারামাত (অলৌকিক সম্মানসূচক ঘটনা) — এটাও সত্য।

وَأَمَّا الَّتِيْ تَكُوْنُ لِأَعْدَائِه مِثْلِ إِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ، مِمَّارُوِيَ فِيْ الْأَخْبَارِ أَنَّه كَانَ وَيَكُوْنُ لَهُمْ، لَانُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ، وَلكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ، وَذلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالى يَقْضِى حَاجَاتِ أَعْدَائِه اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ، وَعُقُوْبَةً لَهُمْ، فَيَغْتَرُّوْنَ بِه، وَيَزْدَادُوْنَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَذلِكَ كُلُّه جَائِزٌ وَمُمْكِنٌ.

আর যা আল্লাহর শত্রুদের জন্য ঘটে — যেমন ইবলিস, ফিরআউন ও দাজ্জাল — যেমনটি বর্ণনাগুলোতে এসেছে যে, তাদের জন্য এমন ঘটনা ঘটেছিল বা ঘটবে, আমরা সেগুলোকে 'মু'জিযা' বা 'কারামাত' বলি না। বরং আমরা সেগুলোকে বলি তাদের প্রয়োজন পূরণ — আর তা এজন্য ঘটে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুদের

প্রয়োজন পূরণ করেন তাদের ধ্বংস ও শাস্তির জন্য, যাতে তারা ধোঁকায় পড়ে এবং আরও অবাধ্যতা ও কুফরিতে লিপ্ত হয়। এ সবই সম্ভব এবং বৈধ (আল্লাহর কুদরতের অধীন)।

وَكَانَ اللهُ تَعَالى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَّرْزُقَ.

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার আগেই সৃষ্টিকর্তা ছিলেন, আর রিজিক দেওয়ার আগেই রিযিকদাতা ছিলেন।

وَاللهُ تَعَالى يُرَى فِيْ الآخِرَةِ، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِيْ الجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوْسِهِمْ بِلَا تَشْبِيْهٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَه وَبَيْنَ خَلْقِه مَسَافَةٌ.

আল্লাহ তাআলাকে আখিরাতে দেখা যাবে, মুমিনরা জান্নাতে তাঁকে নিজেদের চোখে দেখবে — কোনো সাদৃশ্য বা কেমন তা নির্ধারণ ছাড়াই। আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোনো দূরত্ব (জায়গাগত ব্যবধান) থাকবে না।

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيْقُ،

وَإِيْمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايَزِيْدُ وَلَايَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمَنِ بِه، وَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ اليَقِيْنِ وَالتَّصْدِيْقِ.

وَالْمُؤْمِنُوْنَ مُسْتَوُوْنَ فِيْ الْإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ، مُتَفَاضِلُوْنَ فِيْ الْأَعْمَالِ.

ঈমান হল স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা। আকাশ ও জমিনের সকল মুমিনের ঈমান— যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে তার দিক থেকে— না বাড়ে, না কমে। তবে তা বাড়ে ও কমে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও অন্তরগত নিশ্চিততার দিক থেকে। মুমিনগণ ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে সমান, কিন্তু আমলের দিক থেকে তারা একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বে ভিন্ন।

وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالانْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى، فَمِنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَلكِنْ لَايَكُوْنُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ، وَلَايُوْجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ البَطْنِ.

ইসলাম হলো আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। ভাষাগত দিক থেকে ঈমান ও ইসলাম এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে, তবে ঈমান ইসলাম ছাড়া থাকতে পারে না, আর ইসলামও ঈমান ছাড়া পাওয়া যায় না। এই দুটো একসাথে থাকে— যেমন পিঠের সঙ্গে পেট।

وَالدِّيْنُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا.

"দীন" একটি নাম, যা ঈমান, ইসলাম এবং সকল শরিয়ত ও বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

نَعْرِفُ اللهَ تَعَالى حَقَّ مَعْرِفَتِه كَمَا وَصَفَ اللهُ نَفْسَه فِيْ كِتَابِه بِجَمِيْعِ صِفَاتِه.

وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَّعْبُدَ اللهَ تَعَالى حَقَّ عِبَادَتِه كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَه، وَلكِنَّه يَعْبُدُه بِأَمْرِه كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِه وَسُنَّةِ رَسُوْلِه.

আমরা আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে এমনভাবে চিনি, যেমনভাবে তিনি নিজেকে তাঁর কিতাবে সমস্ত গুণাবলিসহ বর্ণনা করেছেন। আর কেউই এমন নয় যে, আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে ইবাদত করতে পারে, যেমনটা তিনি পাওয়ার উপযুক্ত। তবে মানুষ তাঁকে ইবাদত করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী — যেমন তিনি আদেশ করেছেন তাঁর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে।

وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ فِيْ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالمَحَبَّةِ وَالرِّضَى وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيْمَانِ فِيْ ذلِكَ، وَيَتَفَاوَتُوْنَ فِيْمَا دُوْنَ الْإِيْمَانِ فِيْ ذلِكَ كُلِّه.

সকল মুমিন ব্যক্তি معرفت (আল্লাহকে চেনা),
يقين (অটল বিশ্বাস),
توكل (আল্লাহর ওপর নির্ভর),
محبة (ভালোবাসা),

رضا (আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি),
خوف (ভয়),
رجاء (আশা)
— এ সকল বিষয়ে ঈমানের দিক থেকে সমান।
তবে ঈমানের নিচে থাকা এসব গুণাবলিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।

وَاللهُ تَعَالى مُتَفَضِّلٌ عَلى عِبَادِه عَادِلٌ، قَدْ يُعْطِي مِنَ الثَّوَابِ أَضْعَافَ مَايَسْتَوْجِبُه العَبْدُ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلى الذَّنْبِ عَدْلًا مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُ فَضْلًامِنْهُ.

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি বান্দার প্রাপ্য সওয়াবের চেয়ে অনেক গুণ বেশি পুরস্কার দিতে পারেন — এটি তাঁর অনুগ্রহের কারণে। তিনি কোনো গুনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারেন — এটি তাঁর ন্যায়বিচার। আর তিনি ক্ষমা করতেও পারেন — এটি তাঁর অনুগ্রহ।

وَشَفَاعَةُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ المُذْنِبِيْنَ وَلِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْهُمُ المُسْتَوْجِبِيْنَ العِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ.

নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) সুপারিশ (শাফা'আত) সত্য, আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুপারিশ গুনাহগার মুমিনদের জন্য, এবং তাদের মধ্যকার বড় গুনাহকারী— যারা শাস্তির যোগ্য— তাদের জন্য সুপারিশ করাও একটি প্রমাণিত ও নিশ্চিত সত্য।

وَوَزْنُ الْأَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقٌّ،
وَحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ،
وَالقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الخُصُوْمِ بِالحَسَنَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقٌّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمُ الحَسَنَاتُ فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ.

কিয়ামতের দিনে আমলসমূহের ওজন নির্ধারণের জন্য মীযান (পরিমাপক) ব্যবহার — এটি সত্য।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাউজ (পানপাত্র) — এটি সত্য। আর কিয়ামতের দিন বিরোধীদের মধ্যে হক-বিচার হবে নেক আমলের বিনিময়ে — এটাও সত্য।
আর যদি কারো নেক আমল না থাকে, তাহলে অন্যের গুনাহ তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে — এটাও সত্য ও বৈধ।

وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ اليَوْمَ لَاتَفْنَيَانِ أَبَدًا، وَلَا تَمُوْتُ الحُوْرُ العِيْنُ أَبَدًا، وَلَا يَفْنَى عِقَابُ اللهِ تَعَالى وَثَوَابُه سَرْمَدًا.

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট আছে, তারা কখনো ধ্বংস হবে না, চিরকাল স্থায়ী থাকবে। হূরুল-ঈন কখনো মরবে না। আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও পুরস্কার চিরস্থায়ী, কখনো শেষ হবে না।

وَاللهُ تَعَالَى يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ فَضْلًا مِنْه، وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ عَدْلًا مِنْهُ، وَإِضْلَالُه خُذْلَانُه، وَتَفْسِيْرُ الخُذْلَانِ أَنْ لَّا يُوَفَّقَ العَبْدُ إلى مَا يَرْضَاهُ مِنْهُ، وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ، وَكَذَا عُقُوْبَةُ المَخْذُوْلِ عَلَى المَعْصِيَةِ.

আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন — তা তাঁর অনুগ্রহ, আর যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন — তা তাঁর ন্যায়বিচার। আর গোমরাহ করা মানে হচ্ছে তাকে পরিত্যাগ করা (خذلان)। আর خذلان (পরিত্যাগ) এর অর্থ হলো — বান্দাকে এমন কাজে তাওফিক না দেওয়া, যা আল্লাহ তাঁর থেকে পছন্দ করেন। এটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার।
তেমনি যে পরিত্যক্ত হয়েছে, তার গুনাহর ওপর শাস্তি দেওয়াও ন্যায়বিচার।

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيْمَانَ مِنَ العَبْدِ المُؤْمِنِ قَهْرًا أَوْ جَبْرًا، وَلكِنْ نَقُوْلُ العَبْدُ يَدَعُ الْإِيْمَانَ فَحِيْنَئِذٍ يَسْلُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

এ কথা বলা জায়েজ নয় যে, শয়তান কোনো মুমিন বান্দার ঈমান জোরপূর্বক বা জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে পারে। বরং আমরা বলি: বান্দাই যখন স্বেচ্ছায় ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তার কাছ থেকে ঈমান কেড়ে নেয়।

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِيْ القَبْرِ، وَإِعَادَةُ الرُّوْحِ إِلى جَسَدِ العَبْدِ فِيْ قَبْرِه حَقٌّ، وَضَغْطَةُ القَبْرِ وَعَذَابُه حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ،

মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন করা — এটি সত্য এবং কবরের ভেতর সংঘটিত হবে। রূহকে আবার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া — এটাও সত্য এবং কবরেই ঘটে। কবরের চাপ এবং তার শাস্তি — এটি সত্য, যা সব কাফেরের জন্য এবং কিছু পাপকারী মুমিনের জন্য ঘটবে।

وَكُلُّ شَيْئٍ ذَكَرَه العُلَمَاءُ بِالفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالى عَزَّ اسْمُه فَجَائِزُ القَوْلِ بِه سِوَى اليَدِ بِالفَارِسِيَّةِ. وَيَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ بروى خداى عز وجل بِلَا تَشْبِيْهٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ.

আল্লাহ তাআলার যেসব গুণাবলি ফারসি ভাষায় আলিমগণ উল্লেখ করেছেন, তাঁর মহাপবিত্র নামসহ — তা বলা বৈধ, শুধু "হাত" (يد) শব্দটি ফারসিতে বলার ব্যতিক্রম ছাড়া। আর এটা বলা বৈধ যে:

بروى خداى عز وجل

মহান খোদার মুখ (চেহারা)" — তবে তা কোনো সাদৃশ্য বা কিভাবে তা বোঝানো ছাড়া হতে হবে।

وَلَيْسَ قُرْبُ اللهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُه مِنْ طَرِيْقِ طُوْلِ المَسَافَةِ وَقَصْرِهَا، وَلكِنْ عَلَى مَعْنَى الكَرَامَةِ وَالهَوَانِ، وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالعَاصِى بَعِيْدٌ عَنْهُ بِلَا كَيْفٍ، وَالقُرْبُ وَالبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِى.

وَكَذلِكَ جِوَارُه فِيْ الجَنَّةِ وَالْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفِيَّةٍ.

আল্লাহ তাআলার নিকটতা বা দূরত্ব কোনো স্থানের দৈর্ঘ্য বা স্বল্পতার দিক থেকে নয়, বরং তা মর্যাদা ও অপমানের অর্থে। আজ্ঞাবহ বান্দা তাঁর নিকটবর্তী হয়—কিন্তু কেমনভাবে, তা নির্ধারিত নয় (بِلَا كَيْفٍ), আর পাপী বান্দা তাঁর থেকে দূরে থাকে—তবে এটিও কেমন, তা নির্ধারিত নয়। নিকটতা, দূরত্ব ও মুখাপেক্ষিতা — এসব ঘটে সেই বান্দার ক্ষেত্রে, যে আল্লাহর সঙ্গে মুখোমুখি (মুনাজাতে) কথোপকথন করে। তদ্রূপ, জান্নাতে আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়া এবং তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো — সবই হবে কেমনভাবে তা নির্ধারণ ছাড়াই (بِلَا كَيْفِيَّةٍ)।

وَالقُرْآنُ مُنَزَّلٌ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ المَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَآيَاتُ القُرْآنِ فِيْ مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ الفَضِيْلَةِ وَالْعَظَمَةِ، إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ المَذْكُوْرِ، مِثْلِ آيَةِ الكُرْسِيِّ، لِأَنَّ المَذْكُوْرَ فِيْهَا جَلَالُ اللهِ تَعَالى وَعَظَمَتُه وَصِفَاتُه، فَاجْتَمَعَتْ فِيْهَا فَضِيْلَتَانِ، فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةُ المَذْكُوْرِ، وَلِبَعْضِهَا فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ فَحَسْب، مِثْلِ قِصَّةِ الكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُوْرِ فِيْهَا فَضْلٌ وَهُمُ الكُفَّارُ، وَكَذلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ العَظَمَةِ وَالفَضْلِ، لَاتَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا.[2]

কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত, এবং তা মুসহাফসমূহে লিখিত। কুরআনের সমস্ত আয়াত অর্থের দিক থেকে আল্লাহর কালাম — এবং সব আয়াতই মর্যাদা ও মহিমায় সমান। তবে কিছু আয়াতের রয়েছে বিশেষ ‘জিকিরের ফজিলত’ এবং ‘যার আলোচনা এসেছে তার ফজিলত’, যেমন: আয়াতুল কুরসী — কারণ এতে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও গুণাবলির বর্ণনা এসেছে। তাই এতে দুইটি ফজিলত একত্রিত হয়েছে: জিকিরের ফজিলত এবং মজকুরের (আলোচ্য বিষয়ের) ফজিলত। আর কিছু আয়াতে শুধু জিকিরের ফজিলত রয়েছে, যেমন কাফিরদের কাহিনি — কারণ সেখানে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কাফির; তাদের কোনো ফজিলত নেই।

---

[2] هُنَا أُضِيْفَتِ العِبَارَةُ المُحَرَّفَةُ

একইভাবে, আল্লাহর সব নাম ও গুণাবলি মহিমা ও ফজিলতের দিক থেকে সমান এগুলোর মধ্যে কোনো বিভেদ বা স্তরভেদ নেই।

وَقَاسِمٌ وَطَاهِرٌ وَإِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا بَنِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَفَاطِمَةُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ كُنَّ جَمِيْعًا بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ،

কাসিম, তাহির এবং ইবরাহিম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুত্রগণ। আর ফাতিমা, রুকাইয়া, জায়নাব ও উম্মু কুলসুম — এ সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যাগণ। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْئٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه أَنْ يَعْتَقِدَ فِيْ الحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَه، وَلَايَسَعُه تَأْخِيْرُ الطَّلَبِ، وَلَايُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيْهِ، وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ،

আর তাওহীদের জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়ের কোনো কিছু যদি কারো কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার উচিত সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলার নিকট যেটি সঠিক — সেটিই সত্য, এবং সে যেন এমন একজন আলিমকে খোঁজে যার কাছে প্রশ্ন করতে পারে। এই জ্ঞানের অনুসন্ধান বিলম্ব করা তার পক্ষে বৈধ নয়, এবং এ বিষয়ে নিরব থাকা বৈধ নয়, বরং কেউ যদি এ বিষয়ে থেমে থাকে (নিরবতা অবলম্বন করে), তবে সে কাফির হয়ে যায়।

وَخَبَرُ المعرَاجِ حَقٌّ، وَمَنْ رَدَّه فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ.

وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلُ عِيْسَى عَلَيْه السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ عَلَى مَاوَرَدَتْ بِه الأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ.

মি'রাজের ঘটনা সত্য, আর যে তা প্রত্যাখ্যান করে, সে গোমরাহ বিদআতী। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া, সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর আকাশ থেকে অবতরণ এবং

কিয়ামতের অন্যান্য সকল নিদর্শন — যেমনটি সহীহ বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে — সবই সত্য এবং অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَاللهُ تَعَالى يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

আর আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সোজা পথে হেদায়াত দেন।

(انتهى مَتْنُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ)

সমাপ্ত হলো "আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের মূল متن।